একটি মৃত্যু অথবা...

রিপোর্ট : **আনোয়ার মজুমদার**

বিছানায় সারা রাত নির্ঘুম কাটে কোহিনূর বেগমের। এপাশ-ওপাশ করে কাটে তার। গভীর রাতে হঠাৎ করেই চিৎকারে ফেটে পড়েন তিনি। গ্রাম ও আশপাশের মানুষজন শুনতে পায় কোহিনূরের হাহাকার। 'ওই আমার মনিরারে দিয়া যারে, আমার তো ঘুম আহে না। মনিরারে! তুই মা কই গেলি!' সন্তানের জন্য মায়ের এ আর্তনাদ রাতের নিস্তব্ধতাকে ম্লান করে দেয়। ছুটে আসে গ্রামবাসী। অসহায় মাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা তারা খুঁজে পায় না। তারাও দিতে পারে না মনিরার ঠিকানা।

১২ মে রাতে কোহিনূরের পাশেই শুয়ে ছিল মনিরা। তিন বছর বয়সী মনিরা মা ঘেঁষা ছিল। সারা দিন মায়ের পিছু পিছু ঘুরতো। অন্য আট-দশ দিনের মতো সেদিনও মনিরাকে ভাত খাইয়ে ঘুম পাড়াচ্ছিলেন কোহিনূর। হঠাৎ করে দরজা ভেঙে ঢুকলো ওবাই মোল্লা। মনিরার গলা ধরে ছিনিয়ে নিলো। ঘটনার আকস্মিকতায় কোহিনূর হতবাক। কিছু বলার আগেই মনিরাকে নিয়ে ওবাই বিলের দিকে রওনা দেয়। মনিরা চিৎকার করে মাকে ডাকতে থাকে। 'মা গো... আমারে লইয়া গেলো।' কোহিনূর দৌড়ে আসে। ওবাই মনিরাকে নিয়ে ছুটতে থাকে। গ্রামবাসীর অনেকেই তখন ঘুমিয়ে। মা-মেয়ের চিৎকারে আশপাশের বাড়ির কয়েকজন ছুটে আসে। কোহিনূর বিলের সামনে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। ততক্ষণে ওবাই মোল্লা মনিরাকে নিয়ে হারিয়ে যায় অন্ধকারে। গ্রামবাসী কোহিনূর বেগমের সঙ্গে মনিরাকে খোঁজ করে। কিন্তু সারা রাত খুঁজে কোথাও পাওয়া যায় না মনিরাকে। প্রায় দু'মাস হতে চললো, মনিরার শোকে পাথর কোহিনূর বেগম। গ্রামবাসীর ধারণা, মনিরাকে মেরে ফেলেছে ওবাই। কোহিনূর বেগম বিশ্বাস করেন না। করতে চান না। তিনি মনে করেন, মনিরা ফিরে আসবে। ঘুরে বেড়াবে তার উঠানে, বাড়িময় সর্বত্র।

কোহিনূর বেগমের খোঁজে সাপ্তাহিক ২০০০ যায় সেই অজপাড়াগাঁয়। কথা হয় সন্তান হারানো মা কোহিনূর বেগম ও উত্তর চরচান্দা গ্রামবাসীর সঙ্গে। খুঁজে বের করতে চায় কোহিনূর বেগমের সামাজিক প্রেক্ষাপট, নির্যাতনের স্বরূপকে।

ওবাই মোল্লা তিন বছর বয়সী মনিরাকে নিয়ে হারিয়ে যায় অন্ধকারে। গ্রামবাসী কোহিনূর বেগমের সঙ্গে মনিরাকে খোঁজ করে। কিন্তু সারা রাত খুঁজে কোথাও পাওয়া যায় না মনিরাকে। প্রায় দু'মাস হতে চললো, মনিরার মা শোকে পাথর কোহিনূর বেগম

এই ডাব গাছ থেকে ডাব চুরি করা হয়

ডেট লাইন উত্তর চরচান্দা

উত্তর চরচান্দা। ফরিদপুর জেলার একটি গ্রাম। এ গ্রামে যেতে হলে ফরিদপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে সদরপুর থানার বাস পাওয়া যায়। সদরপুর নেমে টেম্পোতে যেতে হয়। ঢাকা থেকে এ ধারণা নিয়ে ৪ জুলাই ফরিদপুর থেকে সদরপুরের বাসে উঠি। প্রায় আড়াই ঘন্টার যাত্রা শেষে সদরপুর থানার সামনে যখন নামি তখন বেলা ১১টা। নতুন মানুষ দেখে লোকজন এগিয়ে আসে। জানতে চায় কোথায় যাবো। উত্তর চরচান্দা গ্রামের নাম শোনার পর অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা কি সাংবাদিক? পাল্টা প্রশ্ন করি কেন? উত্তর আসে, 'না ঐখানে একটা শিশুরে মাইরে ফালাইছে তো এজন্য জিগাইতাছি।' সদরপুরের মানুষ অনেকেরই জানা এই ঘটনা। তাদের কাছে যখন জানতে চাই মূল ঘটনা, তখন তারা পাশ কেটে চলে যায়। সহজ হয়ে বলতে পারে না,

মনিরার মা কোহিনুর বেগম

ঠিক যেভাবে তারা একজন গ্রামবাসীর সঙ্গে আলাপ করে।

সদরপুর থেকে উত্তর চরচান্দা থানার যানবাহন শুধু টেম্পো। বেবিট্যাক্সি আছে। তবে ভাড়া অনেক। টেম্পোতে জনপ্রতি ১০ টাকা ভাড়া। তাও আবার টেম্পোতে যাত্রী পুরো ভর্তি না হলে গন্তব্যের উদ্দেশে যাত্রা করে না। সদরপুর থানা থেকে উত্তর চরচান্দা গ্রামের দূরত্ব ৩০ কিলোমিটারের ওপরে। একটি টেম্পো ভাড়া করে আমরা ছুটলাম সদরপুর থেকে উত্তর চরচান্দা গ্রামের উদ্দেশে। রাস্তার দু'পাশে পাটক্ষেত। মাঝ দিয়ে পাকা রাস্তা চলে গেছে। দেড় ঘন্টা পর চরচান্দা বাজারে। ছোট বাজার, কয়েকটি দোকান। দুটি রিকশা-ভ্যান দাঁড়িয়ে। এ এলাকায় গ্রামবাসীর একমাত্র যানবাহন রিকশা। রিকশা দেখতে অনেকটা ভ্যানের মতো। টেম্পো গ্রামের এই দিকে আসে না।

মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। তবে গ্রামবাসী হাঁটতেই বেশি অভ্যস্ত। বাজারে নামার পর কথা হয় ক'জন দোকানির সঙ্গে। তারা সবাই জানতে চায় উত্তর চরচান্দা আসার উদ্দেশ্য। উত্তর চরচান্দা গ্রামে যাবো শুনে তারা আর কথা আগায় না। পথ দেখিয়ে দিয়ে সরে পড়ে।

বাজারের উত্তর দিয়ে একটি মেঠোপথ চলে গেছে উত্তর চরচান্দা গ্রামের দিকে। মাঝবয়সী একজন জানালো, গ্রামের রাস্তা পুরোটাই পানির নিচে। যাবার জন্য নৌকা লাগবে। ভাড়া নৌকা এখানে পাওয়া যায় না। গ্রামবাসীর নিজস্ব নৌকা আছে। তারা বাজারে আসে নিজেদের নৌকা নিয়ে। স্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় অনেকক্ষণ। সোলায়মান নামে পাশের গ্রামের একজন আমাদের পৌঁছে দিলেন উত্তর চরচান্দা গ্রামে।

উত্তর চরচান্দা গ্রামটি এখন পানির নিচে। ভিটেবাড়িগুলো একটু উঁচুতে। ধানক্ষেত, পাটক্ষেতে হাঁটু পানি। বর্ষাকালে এই ক্ষেতের ওপর দিয়ে নৌকা চলে। গ্রামের মানুষের জীবন বন্দী হয় পানির কাছে। জীবনযাত্রা হয়ে পড়ে দুর্বিষহ। উত্তর চরচান্দা গ্রামের বাড়িগুলো প্রতিটি আলাদা আলাদা। বেশ দূরে দূরে প্রতিটির অবস্থান। গ্রামের মধ্যে নেই কোনো দোকান। নেই মানুষের স্বাভাবিক চলাচল। এক বাড়ির সঙ্গে অন্য বাড়ির নেই যোগাযোগ, হৃদ্যতা যতটা থাকা উচিত গ্রামে। নৌকা এসে থামলো কোহিনূর বেগমের বাড়িতে। গাছপালা দিয়ে বাড়িটি ঘেরা।

এ বাড়িতে দুটি পরিবার থাকে। পাশের বাড়িটি সিরাজ মাতবরের। উঠানের সামনে বসে কোহিনূর। আমাদের দেখে কিছুটা অবাক হলেন তিনি। পাশের বাড়ির জাহেদা, মর্জিনা এসেছে আমাদের দেখে। সবাই মিলে ১২ মে রাতের ঘটনার বর্ণনা দিলো।

মনিরার ভাই-বোন ও দাদী

সামাদ মোল্লার বাড়ি

আসল ঘটনা কি?

সামান্য ডাব চুরির ঘটনায় তিন বছরের মনিরা অপহরণ হয়। ১১ মে রাতে জাহেদা বেগমের গাছ থেকে ডাব চুরি হয়। কোহিনূরের বাড়ির পাশে জাবেদার ডাব গাছ। রাতে মানুষের হাঁটাচলার শব্দ শুনে ঘর থেকে কোহিনূর জিজ্ঞাসা করে। 'এতো রাতে কে এখানে'? উত্তরে একজন বলে, 'আমি দুবাইর চর থাকি। যাবো মোল্লা বাড়িতে।' কোহিনূর এরপর ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে জাহেদা ডাব গাছে ডাব না দেখে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে। কোহিনূর বলে রাতের ঘটনা। গ্রামের একজন এসে খবর দেয় সামাদ মোল্লার ছোট ছেলে ওবাই মোল্লা পাটক্ষেতের মধ্যে ডাব নিয়ে যাচ্ছে। দৌড়ে পাটক্ষেতে যায় জাহেদা। হাতেনাতে ধরে ওবাইকে। রাতে ডাব চুরি করে ওবাই পাটক্ষেতে লুকিয়ে রেখেছিল। সেই ডাব সকালে নিতে এসে ধরা পড়ে জাহেদার হাতে। ওবাই অস্বীকার করে ডাব চুরির কথা। জাহেদা তখন বলে কোহিনূরের রাতের ঘটনাটি। জাহেদা তার বাবার কাছে বিচার দেবে বলে শাসায়। ওবাই ছুটে আসে কোহিনূরের কাছে। চিৎকার করে বলে, 'আমারে চুরি করতে দেখছোস। বিচার দিলে কি হইবো? বিচার দিলে তোর মেয়েরে মেরে ফেলবো। তোর মতো মানুষের মেয়েরে মেরে ফেলা আমার জন্যি কোনো ব্যাপার না।'

কোহিনূর ওবাইকে বার বার বোঝানোর চেষ্টা করে, আমি জাহেদাকে বলিনি তুমি ডাব চুরি করেছো। ওবাই রেগে ঐ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এরপর রাতে ওবাই হানা দেয় কোহিনূরের বাড়িতে।

মনিরাকে ওবাই নিয়ে গিয়ে কি করেছে কেউ জানে না। গ্রামবাসী বলছে, মনিরাকে মেরে ফেলেছে ওবাই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন গ্রামবাসী জানান, ওবাই মনিরাকে গলা চেপে নিয়ে যখন দৌড় দেয় তখনই হয়তো মনিরা মারা যায়। কথাটা সত্যি হতে পারে। মনিরাকে যে ওবাই নিয়ে গেছে তা দেখেছে গ্রামবাসী ও কোহিনূর। জানা যায়, মনিরাকে নিয়ে ওবাই প্রথমে পালায় পাশের বাড়ির শেফালী বেগমের বাড়িতে। তারপর সেখান থেকে অবস্থা বুঝে সরে পড়ে। এর মধ্যে গ্রামবাসী একত্রিত হয়ে মনিরাকে খুঁজতে থাকে। হৈ চৈ শুনে ছুটে আসে ওবাই মোল্লার বাবা সামাদ মোল্লা। তার অন্য ছেলেরাও আসে ঘটনাস্থলে। গ্রামবাসী একজন বলে, মনিরাকে ওবাই নিয়ে গেছে। এ কথা শুনে সামাদ মোল্লার আরেক ছেলে জাকির মোল্লা ঘুষি মারে তাকে। গ্রামবাসীকে ধমক দেয় সামাদ মোল্লা। সবাইকে বাড়ি ফিরে যেতে বলে। কোহিনূরকে বলে, 'বাড়ি চলে যাও। আমরা খুঁজে দেখি তোমার মেয়েকে। চিন্তা করিও না।'

কিন্তু মনিরা আর ফেরে না। গ্রামীবাসীরা ধারণা করে, 'মনিরার লাশ আড়িয়াল খাঁ নদীতে ফেলে দেয়া হয়েছে। গ্রামের মানুষ খোঁজে মনিরাকে। জাল ফেলায়। কিন্তু মনিরার লাশের খোঁজ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কোহিনূর বেগম দিনরাত মেয়ের শঙ্কায় চোখের জলে ভেজে। কোহিনূরের স্বামী আবু বক্কর শেখ মাছের ব্যবসা করে। ঢাকার বিভিন্ন বাজারে মাছ বিক্রি করে। সেদিন রাতে আবু বক্কর ঢাকায় ছিলেন। সন্তানের নিখোঁজ হওয়ার খবর দেয়ার জন্য কোহিনূর পরদিন সকালে বাজারে যান ফোন করার জন্য। পথে দেখা হয় সামাদ মোল্লার সঙ্গে। হুমকির সুরে সামাদ মোল্লা কোহিনূরকে বলে, 'যা হবার হইছে। এখন আর ফালাফালি কইরে লাভ নাই। তোমার ক্ষতিপূরণ আমি দিয়া দিমু। তুমি বড়লোক হইবা। মাইয়ার লাইগা কাঁদে লাভ নাই।' কোহিনূর চিৎকার করে বলে ওঠে, আমার টাকা

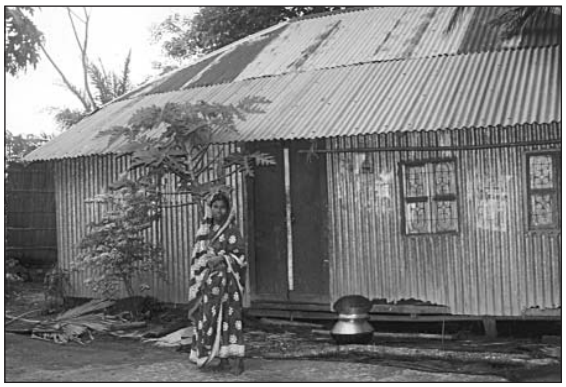

শেফালী বেগম। এই বাড়িতে মনিরাকে নিয়ে ওবাই আশ্রয় নেয়

সামাদ মোল্লা ও তার ছেলে ওবাই মোল্লাকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে থানার অনীহা নিয়ে এলাকাবাসী অভিযোগ করে। সামাদ মোল্লা ও তার পরিবার পালিয়ে দূরে কোথাও গেছে, গ্রামবাসী এটা বিশ্বাস করে না। সামাদ মোল্লা কাছেই কোথাও আছে। পর্দার আড়ালে থেকে অর্থের বিনিময়ে থানাকে ম্যানেজ করার অভিযোগ উঠেছে

লাগবো না। মেয়েরে ফেরত দেন। আমি আমার মনিরারে চাই।' অর্থবিত্ত আর ক্ষমতার কাছে অসহায় কোহিনূর বেগমের আর্তনাদ বেসুরো বাঁশির মতো। সন্তানের শোকে মায়ের আহাজারি তীব্র হয়। গ্রামবাসী চোখের পানি মোছে। কিন্তু ভয় সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। এ ভয় বেঁচে থাকার, নিজের ও সন্তানের জীবন নিরাপদ করার। একজন সামাদ মোল্লার আছে অর্থ, থানার সঙ্গে দহররম মহররম। গ্রামে থানার সঙ্গে যার সম্পর্ক তার প্রভাব সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে আপনাকে গ্রামে যেতে হবে। সাপ্তাহিক ২০০০ উত্তর চরচান্দায় মোল্লা পরিবারের ক্ষমতার উৎস খুঁজতে যায়।

মোল্লা পরিবারের দখলে উত্তর চরচান্দা

শুধু উত্তর চরচান্দা গ্রামে নয়, মোল্লা পরিবার পরিচিত পুরো সদরপুর থানায়। সামাদ মোল্লার পরিচিতি ব্যাপক। তার কুকীর্তি এবং তার পাঁচ ছেলের কর্মকান্ড তাকে পরিচিতি এনে দিয়েছে। গ্রামবাসী এ পরিবারকে ভয় পায়। কোনোভাবেই মুখোমুখি হতে চায় না তাদের। তারপরও এই পরিবার বিভিন্নভাবে গ্রামবাসীকে উত্যক্ত করে। মনিরা নিখোঁজ হবার এক দিন পরেই সামাদ পরিবারের সব সদস্য পলাতক। সামাদ মোল্লার বিশাল বাড়ি খালি পড়ে আছে। বাড়িতে তালা ঝুলে আছে। তারপরও গ্রামবাসী মুখ খুলতে চায় না।

মর্জিনা বলেন, 'সামাদ মোল্লার পরিবার এখন গ্রামে নাই। কিন্তু আমরা কিছু কইলে পরে আইসা ধরবো।'

উত্তর চরচান্দা গ্রামের আরেকটি নাম আছে। আমরা যখন বাজারে যাবার পথ খুঁজছিলাম তখন অনেকে বলছিলো, ও! মোল্লাকান্দি যাবেন? মোল্লাকান্দি নামেই উত্তর চরচান্দা গ্রামটি বেশি পরিচিত। সামাদ মোল্লার পুরো পরিবারের সদস্যদের বসবাস এখানে। সামাদ মোল্লার চাচাতো ভাইয়েরাও উত্তর চরচান্দা গ্রামে প্রভাবশালী। তবে তাদের চেয়ে বেশি প্রভাব খাটায় সামাদ মোল্লা। হজ করে এলাকায় 'হাজি' সুনাম কুড়ানোর চেষ্টা করলেও তার এবং ছেলেদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ গ্রামবাসী। সামাদ মোল্লার প্রশ্রয়ে তার ছেলেরা গ্রামে বিভিন্ন ধরনের কুকীর্তি করে থাকে। ছোট ছেলে ওবাই মোল্লা অনেক দিন ধরেই গ্রামের মেয়েদের উত্যক্ত করে আসছে। কিন্তু বাবা হিসেবে সে সব সময়ই ছিল নীরব।

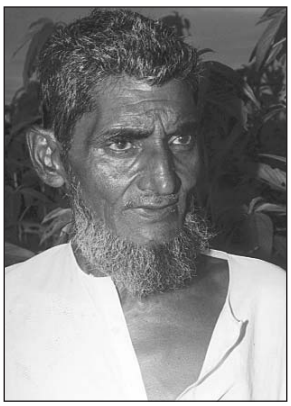

শেখ আসমতের চার কাঠা জমি দখল করে মোল্লা

গ্রামবাসীর বেশির ভাগই কৃষি কাজ করে জীবন ধারণ করে। যাদের জমি নেই তারা ছোটখাটো কাজ করে। শিক্ষিতের হার কম। গ্রামে নেই কোনো ডাক্তার। একটিমাত্র প্রাইমারি স্কুল, হাইস্কুলের জন্য দৌড়াতে হয় পাশের গ্রামে। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, গ্রামের মেয়েদের স্কুলে যাবার পথে প্রায়শই শিকার হতে হয় নির্যাতনের। ওবাই তার দলবল নিয়ে মেয়েদের উত্যক্ত করে থাকে। সামাদ মোল্লার ভাগ্নেরাও পিছিয়ে নেই। গ্রামবাসী জানায়, একবার ১৫ বছর বয়সী গ্রামের এক মেয়েকে স্কুলে যাবার পথে নৌকায় ধর্ষণ করার চেষ্টা করে। মেয়েটির চিৎকারে লোকজন এগিয়ে এলে সেদিন মেয়েটি বেঁচে যায়। পরে মেয়েটির পড়ালেখা বন্ধ করে বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়। কুলিয়া হাইস্কুলের এক ছাত্রীকে ওবাই পাটক্ষেতে নিয়ে ধর্ষণ করে। এছাড়াও ওবাই গ্রামের বিভিন্ন বাড়ি থেকে ফল, সবজি চুরি করে নিয়ে যায়। গ্রামবাসী ভয়ে কিছু বলে না।

বিশাল সম্পত্তির মালিক এই মোল্লা পরিবার। গ্রামবাসীর মতে, প্রায় দেড়শ' বিঘার মতো জমি আছে সামাদ মোল্লার। যতটা কিনে এই জমির মালিক হয়েছে, তারচেয়েও বেশি দখল করে নিয়েছে। প্রতারণা করেছে গ্রামের সহজ-সরল মানুষগুলোর সঙ্গে। কয়েক মাস আগে শেখ আসমতের চার কাঠা জমি দখল করেছে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে। ভূমিহীন মানুষের নামে সরকারি খাস জমির বরাদ্দ এনে নিজের নামে করে নিয়েছে।

কোহিনূর বিচার চায়

'আমার মনিরারে যদি ফিরা না পাই, তাহলে বিচার চাই, বিচার চাই ওই ওবাইর'- কোহিনূরের এ আর্তি। কোহিনূর বেগমের এখন আর দিন কাটে না। মনিরার শোকে তিনি মুহ্যমান। উঠানের পাশে বসে অপেক্ষা করেন মনিরার জন্য। কিন্তু মনিরা কি আর কখনো ফিরবে?

সদরপুর থানা পুলিশ মাত্র তিনবার উত্তর চরচান্দা গ্রামে গিয়েছে। ঘটনার পর সামাদ মোল্লার শ্যালক খালেক এবং কাঞ্চন খাঁকে পুলিশ রহস্যজনকভাবে ছেড়ে দেয়। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় অর্থ যার আছে, তার রাজনৈতিক যোগাযোগ নেই এটা অবিশ্বাস্য। সামাদ মোল্লা ও তার ছেলে ওবাই মোল্লাকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে থানার অনীহা নিয়ে এলাকাবাসী সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাছে অভিযোগ করে। সামাদ মোল্লা ও তার পরিবার পালিয়ে দূরে কোথাও গেছে, গ্রামবাসী এটা বিশ্বাস করে না। তাদের ধারণা, সামাদ মোল্লা কাছেই কোথাও আছে। পর্দার আড়ালে থেকে অর্থের বিনিময়ে থানাকে ম্যানেজ করার অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপারে সাপ্তাহিক ২০০০ সদরপুর থানায় যোগাযোগ করে। ওসি সাহেবকে পাওয়া যায়নি। তদন্তকারী অফিসার ছিলেন ছুটিতে। থানার সেকেন্ড অফিসার এ প্রতিবেদককে জানান, 'ওসি সাহেব থানায় নাই।' তিনিও এ ব্যাপারে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানান।

গ্রাম ও শহরে সামাজিক কাঠামো এখন প্রায় একই। এখন সবকিছুই বিবেচনা করা হয় অর্থের মানদন্ডে। সামাজিক মর্যাদা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতার আশীর্বাদ সবকিছু অর্থের ওপর নির্ভরশীল। গ্রামবাসী সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাছে প্রশ্ন রাখে, 'আজ যদি সামাদ মোল্লার কোনো সন্তান অপহরণ হতো, তবে পুলিশ কি বসে থাকতো? -এই প্রশ্নের জবাব আমাদের কাছে আছে বা নেই। একজন মা হয়তো সারা জীবন অপেক্ষা করবেন সন্তানের জন্য। সন্তান মারা গিয়েছে এটা তিনি বিশ্বাস করতে চান না। কারণ সন্তানের লাশ তিনি দেখেননি। পুলিশই এই মায়ের সন্দেহ দূর করতে পারে।

ছবি: **প্রতিবেদক**